কালের কণ্ঠ

20 NOV 2013

# রেকর্ড অনুপস্থিতি জেএসসিতে

## আজ শুরু হতে যাওয়া প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায়ও হরতালের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা

শরীফুল আলম সুমন ▶

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার সাত দিনে রেকর্ডসংখ্যক পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত। এ সংখ্যা লাখের ওপরে, যা আগের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের বক্তব্য, পরীক্ষার মাঝে একাধিক হরতাল, ভিন্ন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা এবং অনেক বিষয়ে প্রথমবারের মতো সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি—এসব কারণে এত বেশি পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই আজ বুধবার শুরু হচ্ছে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) ও এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা। এসব পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ পরীক্ষার্থী। এবার প্রথমবারের মতো পিএসসিতে থাকছে ২৫ শতাংশ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন। রাজনৈতিক সমঝোতা না হলে আগামী রবিবার থেকে টানা হরতাল ডাকা হতে পারে বলে জানিয়েছেন রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। কিন্তু আগামী সপ্তাহে পিএসসির চারটি পরীক্ষা রয়েছে। অভিভাবকদের মতে, বিদ্যমান সমস্যাগুলো তো রয়েছেই। তাই পিএসসিতেও বড় রকমের অনুপস্থিতির শঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

সূত্র জানায়, গত ৪ নভেম্বর ১৮ লাখ দুই হাজার ৭৪৬ পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই দিন সকাল ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

## রেকর্ড অনুপস্থিতি জেএসসিতে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

৬টা থেকে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট টানা ৬০ ঘণ্টার হরতাল ডাকে। এরপর ১০ নভেম্বর থেকে টানা ৮৪ ঘণ্টার হরতাল দেওয়া হয়। জেএসসি পরীক্ষার মাঝে এ হরতালের কারণে ৯টি বিষয়ের পরীক্ষা পেছাতে হয়; পরীক্ষা শুরু হয় ৭ নভেম্বর। দুবারের টানা হরতালে পরীক্ষাসূচিই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, '৭ নভেম্বরের জেএসসি ও জেডিসির পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৫৯ হাজার ৫১৭ জন, বহিষ্কৃত হয় ৫৪ জন। ৮ নভেম্বরের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৩৬ হাজার ৪১৩ জন, বহিষ্কৃত হয় ৬ জন; ৯ নভেম্বরের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৩৭ হাজার ৭২৬ জন, বহিষ্কৃত হয় ১৯ জন; ১৪ নভেম্বরের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৪৬ হাজার ৫৪৪ জন, বহিষ্কৃত হয় ৬০ জন; ১৬ নভেম্বরের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৩৭ হাজার ৩৬৩ জন, বহিষ্কৃত হয় ৫৭ জন; ১৭ নভেম্বরের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৩৯ হাজার ৯০৪ জন, বহিষ্কৃত হয় ১৩০ জন; ১৮ নভেম্বরের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৩৪ হাজার ৫৯৬ জন, বহিষ্কৃত হয় ৩৫ জন। এ হিসাবে গত সাত দিনের পরীক্ষায় অনুপস্থিতির সংখ্যা দুই লাখ ৯২ হাজার ৪২৪ জন। অবশ্য একই পরীক্ষার্থী একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিত থেকে থাকতে পারে। অনুপস্থিতির অন্য কারণও থাকতে পারে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান কালের কণ্ঠকে জানান, 'ওয়েবসাইটে হিসাবটা যেভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে অনুপস্থিতির সংখ্যা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। যে শিক্ষার্থী গতবার একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল, সে একটি বিষয়ে পরীক্ষা দিলেও বাকি পরীক্ষায় তাকে অনুপস্থিত দেখানো হচ্ছে। আবার হয়তো অনেকে কোনো কারণে একটি বা দুটি পরীক্ষা দিতে পারেনি, তবে বাকি পরীক্ষাগুলো দিয়েছে। তাই অনুপস্থিতির প্রকৃত সংখ্যা পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না।'

শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, প্রকৃত অনুপস্থিতির সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে গেছে। গতবারের একটি বিষয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। আবার এক বা দুই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে বাদ দিয়েছে এমন পরীক্ষার্থীও হাতেগোনা।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পরীক্ষার মাঝে হরতালের মতো কর্মসূচি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভাবিয়ে তুলেছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমরা গতবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব, অনুপস্থিতির সংখ্যা বেশি হয়েছে কি না। যদি হয় তাহলে কিভাবে কমানো যায় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।'

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু গত রাতে বলেন, 'পরীক্ষার মাঝে হরতাল অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক অস্থিরতায় অনুপস্থিতির সংখ্যা অবশ্যই বেড়েছে। দলগুলোর প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, আগামীকাল (আজ বুধবার) পিএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। এর মধ্যে যেন কোনো হরতাল দেওয়া না হয়। পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স একেবারেই কম। হরতাল হলে এ পরীক্ষায় জেএসসির চেয়েও অনুপস্থিতির সংখ্যা বেশি হবে।'